পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা-১"**

বর্তমান যে এলাকাটিকে ট্রান্সজর্দান (**Trans Jordan**) (**شرق أردن**) বলা হয়, সেখনেই ছিল লুত জাতির বাসস্থান। ইরাক ও ফিলিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদুমকে (Sadom) এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমুদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনি শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি লুত সাগর নামে পরিচিত।

হযরত লুত (আ:) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে সফর করে দাওয়াত ও তবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সামুদবাসীদের সাথে সম্ভবত তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।এ জাতির অনেক নৈতিক অপরাধ ছিল, তার মধ্যে সমকামিতার উল্লেখ বিশেষভাবে আল কুরআনে করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। তারা এই জঘন্য অসৎকর্মের মধ্যে এতদুর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজ তাদের সহ্যের বাইরে। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়. পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কোন মামলা রাসূল (স:) এর কাছে আসে নি। তাই শাস্তি কিভাবে দিতে হবে অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারে নি। শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা (রা:) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত:

اقتلو الفا عل والمفعول به

এ অপরাধী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

أحصناأولم يحصنأ

বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।

فأر جموالا علي الاسفل

ওপরের এবং নিচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো। ইমাম আবু হানিফা (রা:) আর মোতে, এ অপরাধের কোন দন্ডবিধি নির্ধারিত নেই। বরং সরকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ملعون من أتي المراة في دبرها

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশে যৌনসঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

আল্লাহর ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করা তথা সমস্ত কার্য সম্পাদন করা মুমিনদের কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আর লুতকে আমরা পাঠিয়েছিলাম একটি জাতির কাছে সে তার কওমের বলেছিল, তোমরা কি এমন কূকর্মেই লিপ্ত থাকবে, সে কর্মে তোমাদের আগে জগতের কোন লোকই লিপ্ত হয় নি ।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৮০)

২. তোমরা যৌনতৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ । তোমরা তো এক চরম সীমালংঘনকারী জাতি ।

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৮১)

৩. জবাবে তার কওম কেবল এ কথাই বলেছিল, এদেরকে তোমাদের জনবসতি থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক-পবিত্র থাকতে চায়।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলিল যে, এদেরকে তোমাদের জনবসতি থেকে বহিস্কার কর । এরা খুব সাধু থাকতে চায়।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৮২)

৪. পরিণতিতে আমরা লুতকে এবং তার পরিবার পরিজনকে নাজাত দেই তার স্ত্রীকে ছাড়া, কারণ সে মহিলা ছিল পেছনে থাকাদেরই একজন।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী ব্যাতীত। তার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৮৩)

৫. আর তাদের উপর আমরা পাথর বর্ষণ করেছিলাম ভীষণ বর্ষণ। ফলে অপরাধীদের পরিনতি কী রকম হয়েছিল লক্ষ করে দেখো।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

**অতএব, আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। দেখ গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৮৪)**

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ হুদ</u>

৬. ইব্রাহিমের থেকে যখন আতংক দূর হয়ে গেলো এবং সে সুসংবাদ লাভ করলো, তখন সে লুতের কওমের ব্যাপারে বিতর্ক করতে থাকলো।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى
قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৪)

৭. নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিলো এক সহনশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহমুখী মানুষ।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্য্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৫)

৮. হে ইবরাহীম, এ বিতর্ক থেকে বিরত হও, তাদের প্রতি তো তোমরা প্রভুর নির্দেশ এসে গেছে। তাদের উপর এক অপ্রতিরোধ্য আযাব এসে যাচ্ছে।

يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

হে ইব্রাহীম ! এমন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৬)

৯. অতঃপর আমাদের দুটি ফেরেস্তারা যখন লুতের কাছে এলো, তাদের আগমনে সে বিষন্ন হয়ে পড়লো এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম মনে করলো, আর বললো, এ তো এক শোকাবহ দিন।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا
يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি বিষন্ন হলেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং তিনি বলতে লাগলেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৭)

১০. তখন তার কওম তার দিকে উদভ্রান্তের মতো ছুটে এল এবং আগে থেকে তারা কুকাজে অভ্যস্ত ছিল।

وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿۷۸﴾

আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন-হে আমার কওম ! এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৮)

১১. তারা বললো, তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তুমি তো ভালো করেই জানো।

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا
نُرِيْدُ ﴿۷۹﴾

তারা বললো তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (সূরাঃ হুদ ১১:৭৯)

১২. সে বললো, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা আমি যদি আশ্রয় পেতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿۸۰﴾

লূত (আঃ) বললেন-হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সূদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (সূরাঃ হুদ ১১:৮০)

১৩. তারা বললো, হে লুত, আমরা তো আপনার প্রভুর দুত। ওরা কখনো আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনি রাতের কোনো এক সময় আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। তবে আপনার স্ত্রীকে সাথে নিবেন না।

قَالُوا يٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَّصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا
مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

তারা বলল-হে লূত (আঃ) ! আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময় নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, কিন্তু তোমার স্ত্রী ব্যতীত। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? (সূরাঃ হুদ ১১:৮১)

১৪. তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছে, তখন আমরা সেই জনপদকে উল্টে দিয়েছে এবং তার উপর অনবরত বর্ষণ করেছি পাথর, কঙ্কর।

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত বর্ষণ করেছি পাথর-কঙ্কর। (সূরাঃ হুদ ১১:৮২)

১৫. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সেগুলো ছিল তাদের নাম লেখা কঙ্কর। সেই জনপদ (তোমার প্রতিপক্ষ মক্কার) এই যালিমদের থেকে দূরে নয়।

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল৷ আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়৷ (সূরাঃ হুদ ১১:৮৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি-হে আল্লাহ এ ধরনের জঘন্য অসৎকর্ম থেকে তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের মুমিন ভাইদেরকে রক্ষা করো. এগুলো শয়তানী অসওয়াসা। তোমার কাছে শয়তানের অসওয়াসা থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/